রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ২৮, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই ফাল্গুন, ১৪১১/২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই ফাল্গুন ১৪১১ মোতাবেক ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৫ সনের ৫নং আইন

পশু রোগের বিস্তাররোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পশু রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তনঃ**- (১) এই আইন পশুরোগ আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) ''নির্ধারিত'' অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(খ) ''নিবন্ধন'' অর্থ ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত কোন নিবন্ধন;

মূল্য : টাকা ৪.০০

(গ) ''পশু'' অর্থ নিম্নবর্ণিত সকল ধরনের পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(অ) মানুষ ব্যতীত সকল স্তন্যপায়ী প্রাণী;

(আ) পাখি;

(ই) সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী;

(ঈ) মৎস্য ব্যতীত অন্যান্য জলজ প্রাণী; এবং

(উ) সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোন পশু;

(ঘ) ''পশুজাত পণ্য'' অর্থ পশু বা পশুর মৃতদেহ হইতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে, সংগৃহীত বা প্রস্তুতকৃত যে কোন পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হইতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা--উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পশুদেহের অন্য যে কোন অংশ বা পশুজাত পণ্যও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) ''রোগ'' অর্থ তফসিলে উল্লেখিত যে কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াছে রোগ, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষিত অন্য কোন রোগ;

(চ) ''পশুর মৃতদেহ'' অর্থ কোন পশুর মৃতদেহ বা উহার কোন অংশ বিশেষ এবং উহার মাংস, হাড় (সম্পূর্ণ, খন্ডিত বা চূর্ণ), চামড়া, লোম, চুল, পালক, শিং, ক্ষুর, রক্ত বা উহার অন্য কোন অংশও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) ''ফৌজদারী কার্যবিধি'' অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ;

(জ) ''ভেটেরিনারি কর্মকর্তা'' অর্থ পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অধীন কর্মরত কোন কর্মকর্তা, যিনি Bangladesh Veterinary Practitioner Ordinance, 1982 (Ord. XXX of 1982 এর section 2(g) তে সংজ্ঞায়িত Registered Veterinary Practitioner;

(ঝ) ''মহাপরিচালক'' অর্থ পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ঞ)''সংক্রমিত এলাকা'' অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকা;

(ট) ''তফসিল'' অর্থ এই আইনের তফসিল;

(ঠ) ''বিধি'' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ড) ''রোগাক্রান্ত'' অর্থ কোন রোগে আক্রান্ত।

৩। পশুর রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রদান:- (১) প্রত্যেক পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক বা কোন পশুর চিকিৎসাকালে বা অন্য কোন ভাবে কোন পশু চিকিৎসক (veterinary) বা পশু সম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ কর্মীর নিকট যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত, তাহা হইলে উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, চিকিৎসক বা মাঠ কর্মী অনতিবিলম্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তাকে পশুর উক্ত রোগ সম্পর্কিত তথ্য লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পশুর কোন রোগ সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির পর, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা সংক্রমিত পশু ও উহা রাখিবার স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও অনুসন্ধানক্রমে যদি নিশ্চিত হন যে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রোগ ও সংক্রমিত স্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

৪। রোগাক্রান্ত পশু পৃথকীকরণ:-কোন পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, উক্ত পশু রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত পশুকে অন্যান্য পশু হইতে পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং রোগাক্রান্ত নহে এমন পশু উক্ত রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে বা নিকটে যাহাতে আসিতে না পারে তজ্জন্য, যতদূর সম্ভব, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। সংক্রমিত এলাকা ঘোষণা:-(১) মহাপরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে, বা উক্ত রোগের বিসত্মার লাভের আশংকা বা সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিতব্য প্রজ্ঞাপনে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ের তথ্য এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য তথ্যের সুনির্দিষ্ট বিবরণ থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) সংক্রমিত এলাকার সীমা;

(খ) সংক্রমিত এলাকা ঘোষণার মেয়াদ;

(গ) সংক্রমিত এলাকায় বিস্তারলাভকারী রোগের বিবরণ;

(ঘ) সংক্রমিত হইতে পারে এইরূপ পশুর বিবরণ; এবং

(ঙ) পশুর মালিক, দখলদকার, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রক, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীতব্য ব্যবস্থা।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইলে উহা সাধারণতঃ সরকারী গেজেটে প্রকাশের অনধিক তিন মাস মেয়াদে কার্যকর থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত এলাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব বা বিস্তাররোধ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে মহাপরিচালক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময় অনধিক আরো তিন মাস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হইলে, উক্ত এলাকার জনসাধারনের জ্ঞাতার্থে উহা বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। সংক্রমিত এলাকায় পশু ও পশুজাত পণ্য স্থানান্তর বিধি-নিষেধ:-(১) ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত সংক্রমিত এলাকার--

(ক) কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকা বহির্ভূত কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন পশু, জীবিত বা মৃত, বা পশুজাত পণ্য, পশুর অংশ বিশেষ বা পশু সংশ্লিষ্ঠ অন্য কোন পণ্য স্থানান্তর করিতে বা উক্ত ব্যক্তির মালিকানা বা তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন পশু চলাচল করাইতে পারিবে না বা সংক্রমণ বহির্ভূত কোন স্থান হইতে উক্ত এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন পশু স্থানান্তর করিতে বা চলাচল করাইতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(অ) ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান প্রতিপালনের প্রয়োজনে পশু আনয়ন;

(আ) সরকারী পশু পালন খামারে পশু আনয়ন; এবং

(ই) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন ক্ষেত্রে পশু আনয়ন;

(খ) রোগাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত বলিয়া গণ্য বা রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এমন কোন পশুর মাংস, দুধ, ডিম বা উক্ত পশু হইতে অন্য কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যাইবে না;

(গ) পশু বর্জ্য, পশু খাদ্য বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী উক্ত এলাকা বহির্ভূত স্থানে স্থানান্তর বিধি-নিষেধ আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রেলওয়ে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোন ধরণের যানবাহনের মাধ্যমে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত পশু, পশুজাত পণ্য, পশুখাদ্য, পশু বর্জ্য, বা পশুর আবাসন হিসাবে ব্যবহৃত কোন সামগ্রী কোন সংক্রমিত এলাকার মধ্য দিয়া মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে পরিবহন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ পশু, বা অন্য কোন সামগ্রী রেলওয়ে বা অন্য কোন যানবাহনের মাধ্যমে পরিবহনের কোন পর্যায়ে সংক্রমিত এলাকায় নামানো (unloaded) হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহা উক্ত এলাকা হইতে পুনরায় স্থানান্তর করা যাইবে না।

৭। সংক্রমিত এলাকায় প্রতিষেধক টিকা প্রদান:-(১) যে রোগের জন্য ধারা ৫ এর অধীন কোন এলাকাকে সংক্রমিত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেই রোগ প্রতিষেধক টিকাদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা বাস্তবানুগ হইলে, মহাপরিচালক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত এলাকার এইরূপ সকল প্রকার বা শ্রেণীর পশুকে প্রতিষেধক টিকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষেধক টিকা প্রদানের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নার্থে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সকল ধরনের সুবিধাদি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৮। জীবাণুমুক্তকরণ, ইত্যাদি:-(১) মহাপরিচালক লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিতরূপে সংক্রমিত পশু রাখা হইয়াছিল বা সংরক্ষিত ছিল এইরূপ কোন সেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশু পালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের জন্য উহার মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পশুসেড, স্থাপনা, যানবাহন, পশুপালন খামার, পশু প্রজনন খামার, খোয়াড়, খাঁচা, অন্য কোন স্থান বা আঙ্গিনা বা পশুর খাবারের আধার বা ধারক জীবাণুমুক্তকরণের কোন আদেশ জারি করা হইলে, উক্ত আদেশ মোতাবেক জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা পুনঃব্যবহার না করিতে ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৯। পশু পরীক্ষা:- (১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, কোন পশু কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, তাঁহার নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত যে কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন রোগাক্রান্ত পশু হইতে রক্ত, দুধ, মলমূত্র বা অন্য কোন পদার্থ সংগ্রহ করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা এইরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে,-

(ক) তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থান ও সময়ে কোন পশুকে উপস্থিত করাইতে হইবে; এবং

(খ) এইরূপ পশুকে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত স্থান হইতে স্থানান্তর করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন কোন পরীক্ষা বা টেস্টের ক্ষেত্রেসংশ্লিষ্টপশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০। পোস্টমর্টেম পরীক্ষা:-(১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহযুক্ত কোন পশুর মৃতদেহের পোস্টমর্টেম পরীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষক্ষত্রে, উক্ত মৃত পশুর দেহের কোন অংশবিশেষ পরীক্ষাগারের পরীক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

(২) পোস্টমর্টেম পরীক্ষার উদ্দেশ্যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কোন পশুর মৃতদেহ মাটি খুঁড়িয়া উত্তোলনের আদেশ প্রদানসহ তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১। **রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিয়াছে এমন পশু অপসারণ:-** (১) রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সন্দেহযুক্ত কোন পশুর মৃতদেহ উহার চামড়াসহ অন্যূন ছয় ফুট মাটির নিচে পুঁতিয়া বা আগুনে পুড়াইয়া ফেলিবার মাধ্যমে ধ্বংস বা নির্ধারিত অন্য কোন পদ্ধতিতে উক্তরূপ মৃতদেহ অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) ধারা ১০ এর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন মাটির নিচে পুঁতিয়া ফেলা বা অন্য কোনভাবে অপসারিত কোন পশুর মৃতদেহ উত্তোলন বা পুনঃ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি কোন রোগাক্রান্ত পশুর মৃতদেহ বা উক্তরূপ রোগাক্রান্ত পশুর সম্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ খড়কুটা, ঘাস, বর্জ্য বা অন্য বস্তু জনস্বাস্থ্য বা পশু স্বাস্থ্যের হুমকির কারণ হইতে পারে এমন কোন স্থানে নিক্ষেপ করিতে বা নিক্ষেপের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন না।

১২। **সংক্রমিত পশু বাজারজাতকরণের বিধি-নিষেধ:-** ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত কোন সংক্রমিত এলাকার পশু বা উক্ত পশু হইতে উৎপাদিত পণ্য এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত এলাকায় উহা বাজারজাত করা যাইবে না।

১৩। **ডিম ফুটানোর কাজে নিয়োজিত খামার পরিদর্শন:-** (১) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ডিম হইতে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা ফুটানোর পূর্বে উক্ত ডিম পুলোরাম বা অন্য কোন ডিমবাহিত রোগজীবাণু বহন করে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হইবার জন্য মহাপরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ডিম ফুটানোর কাজে নিয়োজিত হাঁস-মুরগীর খামার পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা ডিম বা হাঁস-মুরগী পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরীক্ষার সময় ডিম বা হাঁস-মুরগীতে পুলোরাম বা ডিমবাহিত অন্য কোন রোগের জীবাণু পাওয়া গেলে উক্ত ডিম বা হাঁস-মুরগী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা উক্ত বিধির অবর্তমানে মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে ধ্বংস করা যাইবে।

১৪। **সংক্রমিত এলাকার পশুকে বাধ্যতামূলকভাবে পৃথকীকরণ ও চিকিৎসাকরণ:-** (১) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যথাযথ তদন্ত যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে, কোন পশু সংক্রামক বা ছোঁয়াছে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্তসংশ্লিষ্টপশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রককে লিখিতভাবে উক্ত পশু সম্পর্কে নিমণরূপ বিষয়ে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) কোন নির্দিষ্ট স্থানে উহা রাখিবার, উহা অপসারণ করিবার বা উক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উহা পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, এবং

(খ) উহার চিকিৎসাকরণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক কোন আদেশ প্রদান করা হইলে সকল পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক উক্ত আদেশ মানিয়া চলিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে উক্ত পশুর কোন মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক না থাকে বা উহার মালিক অজ্ঞাত থাকে বা কোন প্রকার অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ব্যতিরেকে মালিক সনাক্ত করা না যায় বা ভেটেরিনারি কর্মকর্তার আদেশ মালিকের নিকট পৌঁছানো সম্ভব না হয় কিংবা মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যেসংশ্লিষ্টআদেশ পালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু জব্দ করিতে পারিবেন এবং উহাকে আলাদা স্থানে রাখিয়া প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী জব্দকৃত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মালিকানা প্রমাণ সাপেক্ষ, যদি উক্ত পশু নিজ দখলে ফেরত প্রদানের জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে উক্ত মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উক্ত পশু তাহার দখলে ফেরত প্রদানের সময় পর্যমত্ম উক্ত পশুর জব্দকালীন ব্যয়িত সকল অর্থ প্রদান করিলে উহা তাহার বরাবরে ফেরত প্রদান করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে,সংশ্লিষ্টপশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট পশু ফেরত প্রদানের সময় ভেটেরিনারি কর্মকর্তাসংশ্লিষ্টপশু সম্পর্কে তাঁহার বিবেচনায় যথাযথ বলিয়া বিবেচিত যে কোন আদেশ দিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জব্দকৃত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি উক্ত উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক উক্ত পশু ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন না করেন এবং উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, যে রোগের কারণে পশুটিকে জব্দ করা হইয়াছিল উক্ত পশুটি দ্বারা বর্তমানে অন্য কোন পশু সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা পশুটিকে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্ধারিত কোন স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রেরণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত পশুর মালিক, দখলকার, তত্ত্বাবধায়ক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি যদি উক্ত পশু ফেরত নেওয়ার জন্য আবেদন না করেন, তাহা হইলে উক্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা উক্ত পশু সম্পর্কে তৎকর্তৃক যথাযথ বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

(৫) এই ধারার অন্যান্য বিধান যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন পশু যথাযথ পরীক্ষার পর যদি এই মর্মে লিখিতভাবে সনদ প্রদান করেন যে, উক্ত পশু কোন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং উক্ত পশু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে রোগমুক্ত করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত পশু ধ্বংস, অপসারণ বা অন্য কোনভাবে নিস্পত্তি করিতে পারিবেন।

১৫। **সংক্রমিত এলাকায় বাজার, মেলা ইত্যাদির উপর বিধি-নিষেধ:-** কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ভেটেরিনারি কর্মকর্তার লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন সংক্রমিত এলাকায় খেলাধুলা বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, কোন পশুবাজার, পশুমেলা, পশুপ্রদর্শনী বা অন্য কোনভাবে পশুর কেন্দ্রীভূতকরণ, সংঘবদ্ধকরণ বা সমাবেশ ঘটাইতে বা উক্ত উদ্দেশ্যে কাহাকেও উৎসাহিত করিতে পারিবে না।

১৬। পশু খামার, পশুজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা ইত্যাদির জন্য নিবন্ধন:- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষ, নিবন্ধন ব্যতীত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন স্থান বা আঙ্গিনায় পশু হাসপাতাল স্থাপন, পরিচালনা বা চিকিৎসা সেবা প্রদান করিবেন না;

(খ) গবাদি পশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন ও পরিচালনা করিবেন না;

(গ) পশুজাত পণ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন পরিচালনা করিবেন না;

(ঘ) প্রজননের উদ্দেশ্যে শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করিবেন না; এবং

(ঙ) প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন গরু বা মহিষের ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন এবং উৎপাদন ও প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী, ছাগী বা অন্য কোন পশু পালন করিবেন না।

২। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন নিবন্ধন প্রয়োজন হইবে না, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত কোন পশু হাসপাতাল, গবাদি পশু খামার, হাঁস মুরগীর খামার বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা স্থাপন ও পরিচালনা;

(খ) সরকার কতৃক প্রজননের উদ্দেশ্যে শুক্রাণু সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রজননের উদ্দেশ্যে কোন ষাড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন, ভ্রূণ উৎপাদন ও ভ্রূণ প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী বা ছাগী বা অন্য কোনপশু পালন; এবং

(গ) পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত ও পরিচালিত হাঁস-মুরগীর খামার বা পশুখামার এবং উক্ত খামারে প্রজননের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সংখ্যক ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন।

১৭। **নিবন্ধন প্রদান-পূর্ব পরিদর্শন, ইত্যাদি:-** ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিবন্ধন প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তাসংশ্লিষ্টহাসপাতালের স্থান, গবাদিপশুর খামার, হাঁস-মুরগীর খামার এবং পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পরিদর্শন বা আবেদনকারীর নিকট হইতে অন্য কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

১৮। **নিবন্ধন প্রদান, ইত্যাদি:-** (১) ধারা ১৬ এ উলেস্নখিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা নির্ধারিত নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(২) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি আবেদন মহাপরিচালক বা উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি, শর্ত এবং ফিস প্রদানক্রমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২০) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে, মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করা যাইবে, এইরূপ আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিবেন, যথাঃ-

(ক) আবেদনে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে কিনা;

(খ) আবেদনে উল্লিখিত কার্যাবলী ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ কিনা; এবং

(গ) নিবন্ধন প্রদান করা হইলে উহা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে কিনা।

(৪) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদে উহার মেয়াদ, নবায়নের সময় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে।

(৫) এই ধারার অধীন প্রদত্ত প্রতিটি নিবন্ধন সনদ নবায়নযোগ্য হইবে এবং নবায়নের জন্য আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিতে হইবে।

(৬) মহাপরিচালক বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা-

(ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদন দাখিলের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা মঞ্জুর করার বা-নামঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন; এবং

(অ) মঞ্জুর করিবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবেন।

(আ) নামঞ্জুর করিবার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণসহ উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং

(খ) ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে,সংশ্লিষ্টকারণ উলেস্নখপূর্বক, বিলম্বের বিষয়টি যথাশীঘ্র সম্ভব আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

১৯। **নিবন্ধন সনদের অনুলিপি সংরক্ষণ:-** ধারা ১৮ এর অধীন প্রদত্ত প্রতিটি নিবন্ধন সনদের অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২০। **নিবন্ধন বাতিলকরণ, ইত্যাদি:-** (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহাই থাকুক না কেন, মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ভেটেরিনারি কর্মকর্তা যে কোন নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন, যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে তিনি মনে করেন যে, নিবন্ধন গৃহীতা-

(ক) এই আইন তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান ভঙ্গ করিয়াছেন; এবং

(খ) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য দ--ত হইয়াছেন।

(২) নিবন্ধন গ্রহীতাকে অন্যূন ১৫ (পনের) দিনের কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নিবন্ধন বাতিল করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন নিবন্ধন গ্রহীতা সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, আদেশটি যদি-

(ক) কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট ; এবং

(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট, আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন দাখিলের সময় হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে এতদবিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত আপীল কর্তৃপক্ষর সিদ্ধান্ত চূড়ামন্ত হইবে।

(৬) এই ধারার অধীন নিবন্ধন বাতিল করা হইলে উক্তরূপ বাতিলের কারণে কোন প্রকার ক্ষতি হইলে নিবন্ধন গ্রহীতা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন না।

২১। **বিদ্যমান গবাদি পশুর খামার, হাঁস মুরগীর খামার ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিবন্ধন:-** এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় বিদ্যমান পশু হাসপাতাল, গবাদি পশুর খামার, হাঁস মুরগীর খামার বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকারখানা, গরম্ন বা মহিষের ষাঁড়, পাঠা বা অন্য কোন পশু পালন এবং ভ্রূণ উৎপাদন ও প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দাতা গাভী, ছাগী বা অন্য কোন পশু পালনের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই আইনের বিধান অনুসারে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

২২। **কোম্পানী ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন:-** কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশিস্নষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা-- এই ধারায়--

(ক) ''কোম্পানী'' বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ এবং সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত ; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৩। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার:-** (১) ভেটেরিনারি কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

২৪। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা:-** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

২৫। **দ-:-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইন, বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লংঘন করেন বা তদনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ ও নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ লংঘন বা ব্যর্থতার দায়ে অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদ-, বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদ-, বা উভয় প্রকার দ-- দ-নীয় হইবেন।

২৬। **আপীল:-** ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশের বিরম্নদ্ধে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে আপীল করা যাইবে।

২৭। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ:- এই আইনের অধীন অপরাধের তদমত্ম, বিচার, আপীল ও অন্যান্যসংশ্লিষ্ঠবিষয়ে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষ, ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

২৮। **দায়মুক্তিঃ-** এই আইন বা বিধির অধীন মহাপরিচালক বা তাহার অধসত্মন কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য তাহাদের বিরম্নদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৯। প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা:- মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা, এই আইন তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষ, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে যে কোন খামার, পশু রাখিবার স্থান, ভূমি, দালান-কোঠা বা পশুজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা, অন্য কোন স্থান বা যানবাহনে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথা:-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন;

(খ) রোগাক্রান্ত পশু পরীক্ষা;

(গ) রোগাক্রান্ত পশু দ্বারা সংক্রমিত হইয়াছে এইরূপ পশু পরীক্ষা;

(ঘ) পশু হইতে উৎপাদিত পণ্য পরীক্ষা;

(ঙ) সংক্রামক রোগে আক্রান্ত পশুর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি, খড়, ঘাস ইত্যাদি পরীক্ষা; এবং

(চ) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব সম্পাদন।

৩০। **ক্ষমতার্পণ:-** মহাপরিচালক এই আইনের অধীন তাহার কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, প্রয়োজনবোধে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধসত্মন যে কোন ভেটেরিনারি কর্মকর্তা বা পশু সম্পদ অধিদপ্তরের অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩১। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:-** এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। ইংরেজী অনূদিত পাঠ প্রকাশ:- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনুমোদিত ইংরেজী পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

৩৩। রহিতকরণ ও হেফাজত:- (১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে-

(ক) The Glanders and Farcy Act, 1899 (Act XIII of 1899); এবং

(খ) The Diseases of Animals Act (Ben. Act VI of 1944), রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিতপূর্বে রহিতকৃত কোন আইনের অধীন কোন কার্য বা কার্যধারা নিস্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা উক্ত রহিতকৃতসংশ্লিষ্ঠআইনের বিধান অনুসারেই এইরূপে নিস্পত্তি করিতে হইবে, যেন এই আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

তফসিল

[ধারা ২ (ঙ) দ্রষ্টব্য]

পশু রোগের বিবরণ

এ্যানথ্রাক্স, (Anthrax), হিমোরেজিক সেপ্টেসেমিয়া (Haemorrhagic Septicaemia),

বয়্যাক কোয়ার্টার (Black Quarter) ব্রুসেলোসিস (Brucellosis). টিউবারকোলোসিস (Tuberculosis) জোনস ডিজিজ (Johne's Disease), কন্টাজিয়াস বোভাইন পস্নরোনিউমোনিয়া (Contagious Bovine Pleuropneumonia), ম্যালিওডিওসিস (Melioiodosis), বোভাইন জেনিটাল ক্যামফাইলোব্যাকটেরিওসিস (Bovine Genital Campylobactoriosis), ভিব্রিওসিস (Vibriosis) লেপ্টোস্পাইরোসিস (Leptospirosis), ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ (Foot and Mouth Disease), রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest), রেবিস (Rabies), বোভাইন ভাইরাল ডাইরিয়া (Bovine Viral Diarrhoea), ম্যালিগন্যান্ট ক্যাটারাল ফিভার (Malignant Catarrhal Fever). ভেসিকিউরাল স্টোমাটাইসিস (Vesicular Stomatitis), লাম্পি স্কীন ডিজিজ (Lumpy Skin Disease),

ইনফেকসাস বোভাইন রাইনোট্রাকিয়াটিস (আইবিআর/আইপিএম) (Infectious Bovine Rhinotracheitis, (IBR/IPM), প্রলিফারেটিভ স্টোমাটাইসিস (Proliferative Stomatitis) বোভাইন ভাইরাল লিউকোসিস (Bovine Viral Leucosis), ট্রিপেনোসোমিয়াসিস (Trypanosomiasis), ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis), বেবেসিওসিস (Babesiosis), এনাপাজমোসিস (Anaplasmosis), থাইলেরিয়াসিস (Theileriasis), ওয়ার্বল ফ্লাই (হাইপোডার্মা বোভিস এন্ড ব্লিনেটাম (Warble Fly) (Hypoderma Bovis and Blineatum), ডার্মাটোমাইকোসিস (Dermatornycosis), গস্ন্যান্ডার্স (Glanders), আফ্রিকান হর্স সিকনেস (African Horse Sickness), ইনফেকসাস ইকোয়াইন এনসেফালোমাইলাইটিস (Infectious Equine Encephalomyelities), ইপিজোয়াটিক লিমফেনজাইটিস (Epizootic Lymphangitis), ইকোয়াইন ইনফেকসাস এনিমিয়া (Equine Infectious Anaemia), জাপানিজ বি এনসেফালাইটিস (Japenese B. Encephalitis), পাসচোরেলোসিস (Pateurollosis), কন্টাজিয়াস ক্যাপরাইন পস্নুরোনিউমোনিয়া (Contegious Caprine Pleuropneumonia), ফুটরট (Foot rot), ভিবরোফিটাস (Vibriofoctus), কিউ ফিবার (Q. Fever), কন্টাজিয়াস পাসচোলার ডার্মাটাইটিস (Contagious Pustular Dermatitis), বস্নু টাং (Blue Tongue), মিডা (ভিসণা) (Maeda) (Visna), এডিনোম্যাটোসিস (Adenomatosis), স্ক্র্যাপি (Scrapie),

পেস্ট ডেস পেটিসিস রন্নমিনেন্টস (পিপিআর) (Peste des Petits Ruminants (PPR). ভেরার

পকস (Sheep Pox), গোট পকস (Goat Pox), সোয়াইন ইরিসিপেলাস (Swine Erysipelas), ইনটেসটাইনাল সালমোনেলা ইনফেকশন (Intestinal salmonella infection) ভেসিকিউলার এক্সেনথিয়া (Vesicular Exanthea), ক্লাসিক্যাল সোয়াইন ফিভার (Classical Swine Fever),আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার (African Swine Fever), ওয়েজেসকিস ডিজিজ (Aujesky's Disease), এ্যাট্রোফিক গ্যাসট্রোএনটারাইটিস (Atrophic Gastroenteritis), ক্যানাইন পারভোভাইরাস ইনফেকশন (Canine Parvovirus Infection), ক্যানাইন হারপেসভাইরাল ইনফেকশন (Canine Herpesviral Infection), ফেলাইন ইনফেক্সাস এনিমিয়া (Feline Infectious Anemia), ফেলাইন লিউকিমিয়া ভাইরাস এন্ড রিলেটিভ ডিজিজ (Feline Leukemia Virus and Related Disease), ফেলাইন প্যান লিউকোপেনিয়া (Feline Panleukopenia), ইনফেকশাস ক্যানাইন হেপাটাইসিস (Infectious Canine Hepatitis) ক্যানাইন ইনফ্লেয়েঞ্জা ভাইরাস (Canine Influenza Virus), ক্যানাইন প্যারা-ইনফ্লেয়েঞ্জা ভাইরাস (Canine Parainfluenza Virus), ফেলাইন এন্টারাইটিস (Feline Enteritis), ক্যানাইন ডিসটেম্পার (Canine Distemper), পোলেরাম ডিজিজ (Pullorurn Disease), ফাইল টাইফয়েড (Fowl Typhoid), ফাউল কলেরা (Fowl Cholera), এভিয়ান টিবারকোলেসিস (Avian Tuberculosis), ফাউল পেস্নগ (Fowl Plague), নিউক্যাসাল ডিজিজ (রাণীক্ষেত) (Newcastle Disease) (Ranikhet). মারেক্স ডিজিজ (Marek's Disease), এভিয়ান লিওকোসিস (Avain Lucosis), গামবোরো ডিজিজ (Gumboro Disease), ইনফেকসাস এভিয়ান এনসেফালোমাইলাইটিস (Infectious Avian Encepalomyelitis), ইনফেকসাস ল্যারিন জোট্রাকিয়াইটিস (Infectious Laryngotra Cheitis). এভিয়ান ইনফেকসাস ব্রংকাইটিস (Avian Infectious Bronchitis), ডাক ভাইরাস এন্টারাটিস (ডাক পেস্নগ) (Duck Virus Enteritis) (Dug Plague), ফাউল পক্স (Fowl Pox), মাইকোপাজমোসিস (Mycoplasmosis) চিকেন এ্যানিমিয়া ভাইরাস ইনফেকসন (Chicken Anemia Virus Infection), ইনক্লুশান বডি হিপাটাইটিস (Inclusion Body Hepatitis), ডাক ভাইরাল হিপাটাইটিস (Duck Viral Hepatitis), নেকরোটিক এন্টারাইটিস (Necrotic Enteritis), রোটা ভাইরাল ইনফেকশানস ইন চিকেন (Rotaviral Infections in Chicken), থ্রাস (কেনডিডিয়াসিস) Thrush (Candidiasis), এভিয়ান স্পাইরোকিটোসিস (Avian Spirochetosis), কোলিবেসিলোসিস (Colibacillosis), গুস ভাইরাল হিপাটাইটিস (Goose Viral Hepatitis), লিমফয়েড লিউকোসিস (Lymphoid Leukosis), মাইলয়েড লিউকোসিস (Myeloid Leukosis), অমফ্যালাইটিস (Omphalitis), প্যারাটাইফয়েড ইনফেকশসন

(Paratyphoid Infections), স্টেফাইলোকক্কোসিস (Staphylococcosis), স্টেপ্টোকক্কোসিস (Streptococcosis), ভাইরাল আরথ্রাইসিস (Viral Arthritise), এনসেফালোমাইলাইটিস (Encethalomyelitis), এ্যাগ ড্রপ সিনড্রম (Egg Drop Syndrome), এ্যাসপারজোলোসিস (Aspergillosis), ইনফেকশাস করাইজা (Infections Coryza), এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza), কোয়েল ব্রংকাইটিস (Quail Bronchities), সোলেন হেড সিনড্রম (Swollen Head Syndrome), সিটাকোসিস (Psittacosis)।

ড. মোঃওমর ফারুক খান
সচিব।

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।